

**বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬**

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।  
প্রতিবেদনাধীন বছর: ২০১৫-১৬  
(১) প্রশাসনিক

আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সংখ্যা: ৭ টি  
প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ: ১৭ জুলাই ২০১৬

**১.১ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):**

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বহরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৬৭টি	১২০টি	৪৭টি	-	৪টি পদ নতুন সৃষ্টি হয়েছে।
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস					
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (বাপশক)	২১২৩টি	১৮৬১ টি	২৬২টি	৬৯০টি	-
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	১৬০১টি	৮৭৬টি	৭২৫টি	১৬২টি	-
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (এনএমএসটি)	৭৯টি	৫৯টি	২০টি	২৮টি	
বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্ডক)	৫৫টি	২৯টি	২৬টি	২১টি	-
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	৬৩টি	৪৭টি	১৬টি	-	-
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)	১০৯টি	৮২টি	২৭টি	৩৬টি	৩৬টি পদ নতুন সৃষ্টি হয়েছে।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	৩৬০টি পদ সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে	কমিশনের ৪৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি স্ববেতনে কর্মরত আছেন	-	-	-
<b>মোট =</b>	<b>৪১৯৭</b>	<b>৩০৭৪</b>	<b>১১২৩</b>	<b>৯৩৭</b>	-

**১.২ শূন্য পদের বিন্যাস:**

মন্ত্রণালয়/ সংস্থা	অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	-	১৩টি	৯টি	১২টি	১৩টি	৪৭টি
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	-	-	-২টি	৫২টি	১৪০টি	৭২টি	২৬২টি
বিসিএসআইআর	-	-	১৪৫টি	১৬০টি	২৪০টি	১৮৪টি	৭২৫টি
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	-	-	৮টি	১টি	৯টি	২টি	২০টি
ব্যান্ডক	-	-	৭টি	৪টি	৯টি	৬টি	২৬টি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	-	-	৫টি	৬টি	৫টি	-	১৬টি
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	-	-	২১টি	২টি	৪টি	-	২৭টি
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	-	-	-	-	-	-
<b>মোট=</b>	-	-	<b>১৯৭</b>	<b>২৩৪</b>	<b>৪১৯</b>	<b>২৭৩</b>	<b>১১২৩</b>

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:

\*পদান্নতিজনিত কারণে প্রথম শ্রেণি পদে ২ জন কর্মকর্তা অতিরিক্ত কর্মরত এবং ২য় শ্রেণির কর্মকর্তার ৫২টি পদ শূন্য হয়েছে।

**১.৩ অতীত গুরুত্বপূর্ণ (Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা: প্রযোজ্য নয়।**

**১.৪ শূন্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা:**

**বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:**

বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে। বিশেষত: কারিগরি ধরনের পদগুলোকে ছাড়পত্রের আওতা বহির্ভূত রাখা হলে তা যথাসময়ে শূন্য পদ পূরণে সহায়ক বলে মনে হয়।

**বিসিএসআইআর:**

১ম শ্রেণির ১৪৫টি শূন্য পদের মধ্যে ৫৩টি পদ সরাসরি নিয়োগযোগ্য। এর মধ্যে ৫টি পদের নিয়োগবিধি নেই, ৯২টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য; এর মধ্যে ৩টি পদের নিয়োগবিধি নেই।

২য় শ্রেণির ১৬০টি শূন্য পদের মধ্যে ৬টি পদের নিয়োগবিধি নেই। অবশিষ্ট ১৫৪টি শূন্য পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগ যোগ্য সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (২টি) এবং সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা (১টি)সহ মোট ৩টি পদে উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় পদগুলো শূন্য রয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা না থাকায় ১৩৮টি পদ শূন্য রয়েছে।

৩য় শ্রেণির ২৪০টি শূন্য পদের মধ্যে ৩৬টি পদের নিয়োগবিধি নেই। অবশিষ্ট ২০৪টি শূন্য পদের মধ্যে পদোন্নতিযোগ্য পদ ১০০টি। সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ ১০৩টি পদের মধ্যে মামলাজনিত কারণে ৫০টি পদ শূন্য রয়েছে। ১০০টি পদোন্নতিযোগ্য পদে পদোন্নতির ক্রাইটেরিয়া পূরণকারী কর্মচারী না থাকায় পদগুলো শূন্য রয়েছে।

৪র্থ শ্রেণির ১৮০টি শূন্য পদের মধ্যে ৩১টি পদের নিয়োগবিধি নেই। সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় পদসমূহ শূন্য রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার:

আদালতে রীট মামলা বিচারাধীন থাকায় শূন্য পদে লোক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

**১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য:**

মন্ত্রণালয়/ সংস্থা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	-
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	-	-
বিসিএসআইআর	-	-
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	-	-
ব্যাংক	-	-
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	-	-
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	-	-
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	-

**১.৬ নিয়োগ/ পদোন্নতি প্রদান:**

	প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	২	২	-	১৫	১৫	
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১৩২	৩৮১	৫১৩	২৬	১২	৩৮	-
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	১৭	১৬	৩৩	৪৩	০৭	৫০	-
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১	৩	৪	৪	৯	১৩	-
ব্যাংক	-	-	-	-	-	-	-
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	-	৫	৫	-	৪	৪	-
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	১	-	১	১০	৭	১৭	-
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	-	-	-	-	-	-
<b>মোট=</b>	<b>১৫১</b>	<b>৪০৭</b>	<b>৫৫৮</b>	<b>৮৩</b>	<b>৫৪</b>	<b>১৩৭</b>	-

১.৭ ভ্রমণ/ পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপ-মন্ত্রী/স্পেশাল এসিস্টেন্ট	সচিব	মন্ত্রব্য
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	১২ দিন	-	১৩ দিন	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-
মোট=	১২ দিন	-	১৩ দিন	-

১.৮ ভ্রমণ/ পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপ-মন্ত্রী/স্পেশাল এসিস্টেন্ট	সচিব	মন্ত্রব্য
-	৪৪ দিন	-	৫৭ দিন	-

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ ব্যয়/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

(অঙ্ক সমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২৩টি	২৫.৩৬৫৩	-	১৯টি	১৫.৭৮৮৩	৪টি	৯.৫৭৭০
২.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	২৭৩টি	১৩৯.০১	৫৪টি	৭৫টি	২৯.২৮	১৯৮টি	১০৯.৭৩
৩.	বাংলাদেশ বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	৪৩৯টি	৩৮.২৩২৪	৪৩৯টি	৭৬টি	৮.৫৫৪৬	৩৬৩	২৯.৬৭৭৮
৪.	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	২১টি	১৮৮.৪২	২১টি	৪টি	১৮৭.৯৫৬৩	১৭	০.৪৬৩৭
৫.	বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যাসডক)	২৭টি	১.৭১	-	৪টি	.০১৬১	২৩টি	১.৭০
৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	৩৮টি	৪৩.৯৭	-	১৮টি	২২.৬৯	২০টি	২১.২৮
৭.	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	৯টি	১.৫১৩১	৯টি	৬টি	.৯৫৬৭	৩টি	.৫৫৬৪
৮.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট=		৮৩০টি	৪৩৮.২২০৮	৫২৩টি	২০২টি	২৬৫.২৪২	৬২৮টি	১৭২.৯৮৪৯

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/ বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকা: প্রযোজ্য নয়

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/ সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা):

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৫-১৬) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
	১	২	৩	৪	৫	৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৩টি	-	২	১	৩	-
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	০৯	১	১	৪	৬	৩
বাংলাদেশ বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	১০	১	৬	১	৮	২
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	২	১	১	-	২	-
ব্যাপসডক	-	-	-	-	-	-
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	১	-	-	-	-	১
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	-	-	-	-	-	-
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	-	-	-	-	-
মোট=	২৫	৩	১০	৬	১৯	৬

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ / আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১৪	৫	-	১৯	১২
বাংলাদেশ বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	-	১০	-	১০	২
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	-	৫	১	৬	২
ব্যাপসডক	-	-	-	-	-
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	-	১	-	১	-
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	-	-	-	-	-
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	-	-	-	-	-
মোট=	১৪	২১	১	৩৬	১৬

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন:

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	৩০টি	৬১৫ জন
বাংলাদেশ বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	৪১টি	১৮৭ জন
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	৬০টি	১০৪০ জন
ব্যাপসডক	৬টি	১১৫ জন শিক্ষার্থী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	-	-
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	৮টি	১৬২ জন
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	১টি	২ জন
মোট=	১৪৬টি	২১২১জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৫-১৬) কোন ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা:

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়:**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ৭২ ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:**

পরমাণু শক্তি কমিশনের সাভারস্থ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইন্সটিটিউট অব কম্পিউটার সায়েন্স, সেন্টার ফর রিসার্চ রিএ্যাকটর (সিআরআর), ইনস্টিটিউট অফ ফুড এন্ড রেডিয়েশন বায়োলজি (আইএফআরবি), ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আইএনএসটি), ঢাকাস্থ পরমাণু শক্তি কমিশনসহ কমিশনের অধীনস্থ অন্যান্য কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৩০ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে ৬১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর):**

বিসিএসআইআর-এ মোট ১৪০ জন প্রশিক্ষার্থীকে উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে সংগৃহীত যন্ত্রের উপর ইন-হাউস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:**

কর্মরত কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৬০ ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যাপডক):**

ব্যাপডকে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে ১৪ দিন ইন-হাউস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার:** জনপ্রতি ৫৪ ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

**ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি:**

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৬দিন ইন-হাউস প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অনু দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অনু দ্য জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না: প্রযোজ্য নয়

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে ৪৩ জন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন থেকে ৩০৫ জন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ থেকে ৮ জন, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর থেকে ২ জন, বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (ব্যাপডক) থেকে ৬ জন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি থেকে ৪ জন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ থেকে ৭৩ জন সর্বমোট= ৪৪১জন

**(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত):**

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১৭০টি	২২২৫ জন
বাংলাদেশ বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	১৪টি	২৭৭৯জন
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	৯টি	২৭০০ জন
ব্যাপডক	১৫টি	৭৮৮ জন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	১টি	৫০ জন
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	১টি	৪২ জন
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	৫টি	১০০ জন
মোট=	২১৫টি	৮৬৮৪ জন

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহের ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহে লেন (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
					কর্মকর্তা	কর্মচারি
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৭৫ টি	আছে	আছে	আছে	৩১ জন	৫৫ জন
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	৩৫ টি	আছে	আছে	আছে	৩৫ জন	৪০ জন
বাংলাদেশ বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	১৭ টি	আছে	আছে	আছে	৩ জন	৩ জন
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	২৮ টি	আছে	আছে	আছে	১২ জন	৮ জন
ব্যান্ডক	২৫ টি	আছে	আছে	আছে	৫ জন	১৫ জন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	২৪ টি	আছে	আছে	আছে	৯ জন	১২ জন
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	৪০ টি	আছে	আছে	আছে	২৫ জন	৩০ জন
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	১৫ টি	আছে	আছে	আছে	২৫ জন	১৬ জন
মোট=	২৫৯	আছে	আছে	আছে	১৪৫ জন	১৭৯ জন

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারী কোষাগারে জমার পরিমাণ (কোটি টাকায়):

(অর্থ বিভাগের জন্য)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:

		২০১৫-২০১৬		২০১৪-২০১৫		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						
	নন- ট্যাক্স রেভিনিউ	২৬.২৩১	২৬.৫০	২৫.২০৬৫	২৫.২১	৪.০৬% বৃদ্ধি	৫.১২% বৃদ্ধি
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

বিসিএসআইআর:

		২০১৫-২০১৬		২০১৪-২০১৫		হাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১০.০০	১০.০৯	৮.১৫	১০.৮৪	২২.৭% বৃদ্ধি	৬.৯২% হাস
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:

		২০১৫-২০১৬		২০১৪-২০১৫		হাস (-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	২.৯৯	.৪৮	.২৬	.২৭	১১৫০% বৃদ্ধি	১৭৮% বৃদ্ধি
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

ব্যাংকডক:

		২০১৫-২০১৬		২০১৪-২০১৫		হাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন- ট্যাক্স রেভিনিউ	০.২৭৭৩	০.০২৮০	.২৬৬৭	.০১৯৫	৪% বৃদ্ধি	৪৪% বৃদ্ধি
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট:

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা:

(ক) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আইন, ২০১৫

(খ) বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬

## ৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড:

### বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়:

#### (১) বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচি:

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশে ১১ জন পিএইচডি এবং ২ জন পিএইচডি উত্তর সম্পন্ন করছেন। বিদেশে ৯ জন পিএইচডি এবং ৪ জন এমএস সম্পন্ন করছেন। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ১২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় ২২৫ জন ফেলোর দেশে-বিদেশে পিএইচডি, পিএইচডি উত্তর ও এমএস করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২২১ জনকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

#### (২) গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচি:

দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাত হতে গবেষণা প্রকল্পে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ৩৮৯টি প্রকল্পের বিপরীতে ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

#### (৩) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচি:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ((১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ন্যানোটেকনোলজি ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক (২) জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক (৩) খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক এবং (৪) পূর্ববর্তী বছরে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ প্রাপ্ত ফেলোদের নবায়নসহ ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ১৪৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ৮ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

#### (৪) প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R & D) প্রকল্পে অনুদান:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রতি অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয় হতে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ খাতে ৮০টি প্রকল্পের অনুকূলে ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

#### (৫) বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান:

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৭০টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে ৪০.০০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

#### (৬) দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহে আর্থিক অনুদান:

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবকে ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

#### (৭) দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী:

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ২১টি উপজেলায় দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।



## বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন:

**পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে পদক্ষেপ গ্রহণ:** রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- (১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় গত ৬-৮ আগস্ট, ২০১৫ সময়ে রূপপুর প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তিনি উক্ত সফরে প্রকল্প এলাকায় এটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট কর্তৃক সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি এবং সাইট অফিসে আবাসন প্রকল্প নির্মাণ কাজের জন্য PWD I Architect Department-এর প্রকৌশলীদের সাথে সভা করেন;
- (২) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেশে উপযুক্ত জনবল তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের ROSATOM-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU-এর আওতায় রাশিয়ান ফেডারেশনের MEPHI-এ নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ২০১৫ শিক্ষা বছরে উচ্চ শিক্ষার জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে ২০ জন শিক্ষার্থী রাশিয়া গমন করেন;
- (৩) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ২০ জন বিজ্ঞানী ‘Foundation Course on Nuclear Energy’ বিষয়ে গত ১৫ নভেম্বর - ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ মুম্বাই, ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন;
- (৪) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মূল পর্যায়ের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও রাশিয়ান ফেডারেশনের JSC Atomstroyexport-এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে ঢাকা ও মস্কোয় একাধিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ‘General Contract for Rooppur Nuclear Power Plant Construction’ স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত General Contract-এর অনির্ভর Appendices গত ৪ জুন ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়;
- (৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত সাব-গ্রুপ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- (৬) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে Preparatory Construction পর্যায়ের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের JSC Atomstroyexport-এর মধ্যে গত ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ‘For Completion of the works for the preparatory stage of Rooppur NPP Construction’- শীর্ষক ৪র্থ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
- (৭) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গত ১২-১৪ জানুয়ারি ২০১৬ সময়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। উক্ত সফরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং প্রকল্প পরিচালক মন্ত্রী মহোদয়ের সফরসঙ্গী ছিলেন;
- (৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দিকনির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং-এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় কমিটির ৪র্থ সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়;
- (৯) গত ৮-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মধ্যে বার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশের Country Nuclear Infrastructure Profile (CNIP) update করা হয়;
- (১০) মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে পরমাণু বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সদস্য (ভৌত বিজ্ঞান) বাপশক-এর সভাপতিত্বে একটি সভা গত ৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়;
- (১৬) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকায় শুল্ক স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সভাপতিত্বে একটি সভা গত ৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে রূপপুর

- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প এলাকায় শুল্ক স্টেশন স্থাপনের পরবর্তী কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সভায় বাপশক, এনবিআর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং রূপপুর প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন;
- (১১) দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচি অবকাঠামো উন্নয়ন, সুষ্ঠুভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের State University 'MEPhI'-তে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি MS প্রোগ্রামের জন্য ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য গত ২১-২২ এপ্রিল ২০১৬ সময়ে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রোগ্রামটি চালু হবে;
- (১২) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি ও মালামাল পরিবহনের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময় ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করার সুবিধার্থে গঠিত ভারী যন্ত্রপাতি ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যানিং (Heavy Equipment Transportation Planning) সংক্রান্ত সাব-গ্রুপ কমিটির একটি সভা গত ১৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সড়ক, নৌ এবং রেলপথে ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;
- (১৩) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য তথ্য অধিদপ্তরের ৮০ জনের একটি মিডিয়া টিম গত ৯ এপ্রিল ২০১৬ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন;
- (১৪) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাশান ফেডারেশন সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে Bangladesh-Russia Intergovernmental State Credit Agreement (IGCA) চূড়ান্তকরণের জন্য রাশান ফেডারেশন পক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ পক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বিপাক্ষিক সভা গত ১৬-১৭ মে ২০১৬ তারিখে রাশান ফেডারেশনের মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় IGCA অনুস্বাক্ষর করা হয়;
- (১৫) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, নিয়মিতভাবে তদারকি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও কারিগরি বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য গঠিত কারিগরি কমিটির ৫ম সভা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ৭ মে ২০১৬ তারিখে ঈশ্বরদী, পাবনা জেলায় প্রকল্প সাইটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজে আমদানীযোগ্য পণ্যের উপর সমগ্র শুল্ক-করাদি মওকুফের বিষয়ে SRO জারী করার সিদ্ধান্তসহ কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- (১৬) বাংলাদেশের পারমাণবিক অবকাঠামো উন্নয়নের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার জন্য আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA)-এর একটি প্রতিনিধিদল গত ১০-১৪ মে ২০১৬ তারিখে বাপশক-এর প্রধান কার্যালয়ে Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) follow-up mission পরিচালনা করে। উক্ত follow-up mission-এ ২০১১ সালের IAEA কর্তৃক বাংলাদেশের পারমাণবিক অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট সুপারিশের আলোকে বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা শেষে বাংলাদেশের পারমাণবিক অবকাঠামোর অবস্থা সন্তোষজনক মর্মে রিপোর্ট প্রদান করে;
- (১৭) গত ৭ জুন ২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে Development of Human Resources সংক্রান্ত সাব গ্রুপ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়;

- (১৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে একটি দল গত ১০-১৫ মে ২০১৬ তারিখে এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে অন্য একটি দল গত ১৫-২০ মে ২০১৬ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Reference Plant হিসাবে রাশান ফেডারেশনের Novovoronezh Nuclear Power Plant পরিদর্শন করেন;
- (১৯) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান ও কার্যাদি সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য গঠিত মনিটরিং টিমের প্রথম বিশেষ সভা গত ৬ মে ২০১৬ তারিখে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগের সভাপতিত্বে পাবনায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের সাইট অফিস ও আবাসিক এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থে ঐ এলাকাসমূহকে কেপিআই (KPI) হিসাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্তসহ কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- (২০) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বিষয়ে রাশান ফেডারেশন ও বাংলাদেশ পক্ষের সমন্বয়ে গঠিত Joint Coordination Committee (JCC)-এর ২য় সভা গত ২২ জুন ২০১৬ তারিখে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- (২১) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গত ২১ জুন ২০১৬ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের নিকট Site Licence প্রদান করে;
- (২২) আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) থেকে প্রাপ্ত PC-Based VVER-1200 Training Simulator-এর Site Acceptance Test (SAT) এবং Training Course ১৯-৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ঢাকাস্থ অফিসের Simulator ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়। Simulator সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Western Service Cooperation (WSC)-এর দুইজন বিশেষজ্ঞ Courseটি পরিচালনা করেন;
- (২৩) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Security এবং Physical Protection System (PPS) প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গত ১৫ জুন ২০১৬ তারিখে মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়।

**অন্যান্য গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড:**

- (১) বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক থেকে প্রাপ্ত (বারডেম, বিএসএমএমইউ, ঢাকা মেডিকেল ইত্যাদি) প্রস্রাবের নমুনায় উইলসন রোগ (Wilson's Disease) নির্ণয়ের জন্য কপারের (তামা) মাত্রা নিরূপণ করে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে;
- (২) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর মাথার চুল ও নখের নমুনায় আর্সেনিক বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিক/জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সরবরাহের কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে;
- (৩) রেডিও আইসোটোপ প্রডাকশন বিভাগ, এটমিক এনার্জি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইআরই), সাভার কর্তৃক মোট ৮৭০টি টেকনেশিয়াম ৯৯এম জেনারেটর সরবরাহ ১৩৭৪.৬৩ GBq আয়োডিন-১৩১ ডিসপেন্সিং করে ১টি জাতীয় পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসহ মোট ১৬টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট এবং ৫টি সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১ কোটি ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩০০ টাকা আয় হয়েছে;
- (৪) টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োমেটারিয়াল রিসার্চ বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন সময়ে সংগৃহীত টিস্যু থেকে ৩২০৫টি অ্যামনিয়ন গ্রাফট এবং ১০৭৫০ সিসি অস্থি গ্রাফট তৈরি করে পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে;
- (৫) গামা সোর্স বিভাগ এইআরই, সাভার কর্তৃক বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী এবং ঔষধের নমুনায় জীবাণুমুক্তকরণের লক্ষ্যে বিকিরণ সেবা প্রদান করা হয়েছে;

- (৬) ইনসেক্ট বায়োটেকনোলজি বিভাগ, এইআরই, সাভার কর্তৃক বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতিতে ফলের মাছি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মেলন পামকিন এবং অরিয়েন্টাল ফলের মাছির পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ এবং মাছির ডিম্বায়ন, আয়ুষ্কালের উপর খাবার হিসাবে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে;
- (৭) থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের দেহে কপারের প্রভাব নিরূপণে রক্তের সিরামের নমুনায় কপার নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- (৮) বুড়িগঙ্গা নদীর আশেপাশের এলাকার মাটি ও ফসল এবং নদীটির জলজ পরিবেশের পানি, তলানি ও মাছের উপর ক্ষতিকর ট্রেস মৌলের প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে;
- (৯) বাংলাদেশে বিভিন্ন শহরের বাতাসে বায়ুকণা ও কালো কার্বনের পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে Transboundary Contribution এবং Haze Creating কণার উৎস নির্ণয় করা হয়েছে;
- (১০) স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকের নমুনার খাঁটিত্ব ও ওজন, প্রসাব ও রক্তের সিরামে কপার এবং চুলে আর্সেনিক, মাছ, পানি ও মাটির নমুনায় ক্ষতিকর ট্রেস মৌল এবং ব্যাটারি ফ্যাক্টরির বাতাসে পিএমভর, লেড, আর্সেনিক ও এসিড মিস্টের পরিমাণ নির্ণয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- (১১) স্বাস্থ্য পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক বিকিরণ ব্যবহারকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকিরণ কর্মীদের ব্যক্তি পরিবীক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়;
- (১২) ইনস্টিটিউট অব রেডিয়েশন পলিমার টেকনোলজি কর্তৃক বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে গৃহস্থালী ও নির্মাণ সামগ্রীর জন্য পরিবেশ বান্ধব Jute Reinforced Polymer Composites (Jutin) উদ্ভাবন করা হয়েছে। জুটিনের বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে;
- (১৩) ১টি জাতীয় পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসহ ১৫টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট থেকে প্রায় ৩৬২০০০ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং চিকিৎসা সেবা বাবদ প্রায় ২৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৪ হাজার ২০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়;
- (১৪) বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্স-রে-এর ০১টি আলট্রাসনিক স্ক্যান ডিটেক্টর (Model: SITESCAN D-10)-এর ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে;
- (১৫) মেসার্স সাভার স্টোর, সিদ্দিক বাজার, সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ হতে মালয়েশিয়ার সয়াবিন তেল, মালদ্বীপের পামওয়েল, চায়নার আদা, ভারতের রসুন, ডাবলী, চাউল, মসুরীর ডাল ও লাল গম, পাকিস্তানের ছোলা, অস্ট্রেলিয়ার এ্যাংকর ডাল ও সাদা গম এবং নেপালের মসুরীর ডাল সহ ১২টি খাদ্যসামগ্রীর সংগৃহীত নমুনাসমূহ গামা স্পেকট্রোমেট্রি মেথোডের সাহায্যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে;
- (১৬) মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণাকর্মে ১২১ জন গবেষকেবৃন্দের অর্নাস, এমএসসি, এম-ফিল, পি-এইচ ডি ডিগ্রী অর্জনে সহায়তা করা হয়;
- (১৭) ১৩,৩৯২টি আমদানীকৃত খাদ্যদ্রব্য নমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করে প্রায় ১৫ কোটি ৪৪ হাজার ৬১৭ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়;
- (১৮) বিভিন্ন নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে ৩৯ লক্ষ ২৪ হাজার ২০০ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়।

#### বিসিএসআইআর:

বিসিএসআইআর ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ১৮টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, ৫৮টি গবেষণা প্রবন্ধ (দেশে ৪০টি এবং বিদেশে ১৮টি) প্রকাশ করেছে, ৯টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বাণিজ্যিককরণ, ২টি উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্যাটেন্ট অর্জন ও ৪২৮১টি শিল্প/বাণিজ্যিক পণ্য/পদার্থের বিশ্লেষণসেবা প্রদান করেছে।

## জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:

- (১) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৮০০০০ জন দর্শক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ পরিদর্শন করেছে;
- (২) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জেলা পর্যায়ে ৩৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপনের জন্য প্রতি জেলায় ৭৫ হাজার টাকা করে মোট ৪৮ লক্ষ টাকা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২-৪ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৩৭তম জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছে;
- (৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৬৪ জেলায় ১৫৬টি নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি উন্নয়নের জন্য ১ লক্ষ টাকা করে মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা করে মোট ২৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়;
- (৪) মিউজু বাসের সাহায্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১০৪টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে;
- (৫) ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ১১৯৭ জন দর্শনার্থী টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পযবেক্ষণ করেছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় ৪৫টি স্থানে টেলিস্কোপের সাহায্যে ২০,০০০ জন দর্শনার্থীকে আকাশের গ্রহ, উপ-গ্রহ ও নক্ষত্র দেখানো হয়েছে;
- (৬) ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ১০টি বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;
- (৭) ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৩% কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- (৮) ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে প্রতিবন্ধী দর্শনার্থীদের জন্য হইল চেয়ার সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে হইল চেয়ারের সাহায্যে জাদুঘর প্রদর্শনের কাজ চলছে;
- (৯) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- (১০) ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ২১৫টি উপজেলায় বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- (১১) ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বিশ্বমানের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক ভ্রমণ শেষে ডিপিপি প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

## ব্যাপ্তক:

- (১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ১০৪৮৩টি তথ্য সংগ্রহ করা হয়;
- (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ৭৭০১ পৃষ্ঠা তথ্য বিতরণ করা হয়;
- (৩) সেবা গ্রহণকারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৩১০৪ জন।

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার:

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে নভোথিয়েটারে ২,৩০,০০০ জন দর্শক সমাগম হয়েছে এবং ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

## ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি:

- (১) প্ল্যান্ট বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরিতে *Agrobacterium*-mediated জিন ট্রান্সফরমেশন দ্বারা কাঙ্ক্ষিত জীন বেগুনের ক্যালাসে প্রবেশ করানোর কাজ চলমান রয়েছে। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক ঘৃতকুমারীর চারা উৎপাদনের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেইসাথে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবিত চারার সক্ষমতা মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। উদ্ভাবিত গবেষণা প্রযুক্তিটি হস্তান্তরের নিমিত্ত একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত ঘৃতকুমারী চারার জেনেটিক বৈশিষ্ট্যে অখন্ডতা বজায় আছে কিনা তা ডিএনএ ভিত্তিক আণবিক মার্কারের সাহায্যে মূল্যায়নের কাজও চলমান রয়েছে। টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মসলা জাতীয় উদ্ভিদ (এলাচ)-এর উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে;

- (২) মাইক্রোবিয়াল বায়োটেকনোলজি বিভাগের গবেষণাগারে বস্ত্র ও গার্মেন্টস শিল্পে ডিসাইজিং ও বায়োপলিশিং কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পরিবেশবান্ধব এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এমাইলেজ ও সেলুলেজ এনজাইম উৎপাদনকারী ১১০টি অনুজীব সংগ্রহ, পৃথকীকরণ ও এনজাইম উৎপাদন সক্ষমতা নির্ণয় করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ডিএনএ সিকুয়েন্সিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ২০টি অনুজীব চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করা হয়েছে। অধিক পরিমাণে এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫ টি অনুজীবের উৎপাদন পদ্ধতি প্রমিতকরণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে এমাইলেজ এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে জীনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম প্রস্তুতের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে;
- (৩) মাইক্রোবিয়াল বায়োটেকনোলজি বিভাগের ল্যাবরেটরিতে বস্ত্র শিল্পে ব্যবহারের নিমিত্ত পরিবেশবান্ধব কেরাটিনেজ এনজাইম উৎপাদনকারী অণুজীব সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, সনাক্তকরণ এবং এনজাইম উৎপাদন সক্ষমতা নির্ণয়ের কাজ চলমান আছে। এ উদ্দেশ্যে এনজাইম উৎপাদনক্ষম ১৫৪টি ব্যাকটেবিয়া পৃথক করা হয়েছে। পৃথকীকৃত ব্যাকটেবিয়ার মাঝে ৫১টি ব্যাকটেরিয়া চামড়া হতে লোম উঠাতে সক্ষম এবং মুরগির পালক ডাইজেস্ট করতে সক্ষম ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা ১২টি। অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন অনুজীব অনুসন্ধানের পাশাপাশি বেশি পরিমাণে এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে ১টি অনুজীবের উৎপাদন পদ্ধতি প্রমিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও একটি অনুজীবের প্রমিতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- (৪) স্বল্পব্যয়ে ট্যাক ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম উৎপাদনের লক্ষ্যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম হতে উক্ত এনজাইমটি উৎপাদন করা হচ্ছে। ফলে গবেষণার ব্যয় কমানোর পাশাপাশি আমদানির সময় বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে;
- (৫) এনিমেল বায়োটেকনোলজি বিভাগে গ্ল্যাক বেঞ্জল ছাগলের উৎপাদন, পুনঃউৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ উন্নয়ন, দেশী হাঁসের জেনেটিক ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ ও গরুর দুধের বিটা কেজিন জীনের জেনেটিক ভ্যারিয়েন্ট নির্ণয়ের কাজ চলমান রয়েছে। গ্ল্যাক বেঞ্জল ছাগলের এ বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ ও যে সমস্ত জেনেটিক মার্কার দিয়ে এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিরূপিত হয় তা নির্ণয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন-সাভার, নাটোর, বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ এবং বান্দরবন হতে গ্ল্যাক বেঞ্জল ছাগলের রক্তনমুনাসহ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। রক্ত নমুনা হতে জেনোমিক ডিএনএ পৃথকীকরণ ও ডিএনএ পুল তৈরি করে সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে। ছাগলের পুনঃউৎপাদন বৈশিষ্ট্যের জন্য জেনেটিক মার্কার উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে DRB1 জীনের মধ্যে ৮টি SNP শনাক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ১১টি মাইক্রোস্যাটেলাইট প্রাইমার দিয়ে গ্ল্যাক বেঞ্জল ছাগলের জেনেটিক ভিন্নতা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে;
- (৬) দেশী হাঁসের উৎপাদনশীলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রাণি ও অঞ্চলভেদে ভিন্নতা পর্যবেক্ষণের জন্য ঢাকা, নাটোর, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, সিলেট এবং সুনামগঞ্জ হতে দেশী হাঁসের ২৭৪টি রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। রক্ত নমুনাসমূহ হতে ডিএনএ পৃথক করে ৭টি মাইক্রোস্যাটেলাইট প্রাইমার ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয়েছে;
- (৭) দেশের বিভিন্ন প্রাণির বিটা কেজিনের ভ্যারিয়েন্টসমূহ নির্ণয়ের জন্য ৩ (তিন) বছর মেয়াদী একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। চলতি অর্ধ-বছরে দেশের বিভিন্ন স্থান যেমন, শিবপুর, নরসিংদী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ এবং বরিশাল সদর হতে ২৮০টি দেশী ও সংকর জাতের গরুর রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত নমুনাসমূহ হতে ডিএনএ পৃথক করে প্রায় ৮৮টি নমুনার পিসিআর সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পরীক্ষা সম্পন্নকৃত নমুনাসমূহের প্রায় ৫৮% (৫১/৮৮) নমুনায় A2A2, ৩৭.৫% (৩৩/৮৮) নমুনায় A1A2 এবং ৪.৫০% (৪/৮৮) নমুনায় A1A1 জেনোটাইপ বিদ্যমান। A1A1 জেনোটাইপ শুধুমাত্র সংকর জাতের গরুতে পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রাপ্ত গরুগুলো A1 এবং A2 এ দুই ধরনের বিটা কেজিন প্রোটিনসমৃদ্ধ দুধই উৎপাদন করছে। আরও রক্ত নমুনা সংগ্রহ এবং সংগৃহীত রক্ত নমুনাসমূহের পরীক্ষা সম্পন্ন করার কাজ চলমান রয়েছে;

- (৮) মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি বিভাগীয় ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের সুযোগ-সুবিধা তৈরির উদ্দেশ্যে রক্ত ও মুখের অভ্যন্তরীণ কোষ হতে ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের প্রোটোকল সফলতার সাথে প্রতিষ্ঠা এবং প্রমিতকরণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে মানব ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এনআইবিতে ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- (৯) মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি বিভাগে টাইপ ২ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাসের সাথে হিট শক প্রোটিনের জিন ভ্যারিয়েন্টস-এর সম্পর্ক যাচাই করার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সংগ্রহকৃত রক্তের নমুনা হতে ডিএনএ পৃথকীকরণের কাজ চলমান রয়েছে। পৃথককৃত ডিএনএ নমুনার পলিমারেজ চেইন রিএ্যাকশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং রেস্ট্রিকশন ডাইজেশন ও অ্যানালাইসিসের কাজ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেগুলোর কয়েকটি নমুনাতে এসএনপি'র উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে;
- (১০) মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি বিভাগের ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ সিকোয়েন্সিংয়ের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছে। ডিএনএ সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে ডিএনএ অণুস্থিত নিউক্লিওটাইডের সুবিন্যস্ত ক্রমবিন্যাস নির্ণয় করা যায়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের মলিকিউলার বায়োলজি সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- (১১) মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি বিভাগে বাংলাদেশের গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস ম্যালাইটাসের সম্পর্ক যাচাই করার লক্ষ্যে সংবেদনশীল জিনের ভ্যারিয়েন্টস পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সংগ্রহকৃত রক্তের নমুনা হতে ডিএনএ আইসোসোলেশনের কাজ চলমান রয়েছে। কিছু ডিএনএ নমুনার পলিমারেজ চেইন রিএ্যাকশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এনজাইম মেডিয়েটেড ক্লিভেজ ও অ্যানালাইসিসের কাজ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেগুলোর কয়েকটি নমুনাতে এসএনপি'র উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩৬ টি রোগী ও ৩৫ টি কন্ট্রোল নমুনাসহ সর্বমোট ৭১ টি রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে এসএনপি'র উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;
- (১২) এনভায়রনমেন্টাল বায়োটেকনোলজি বিভাগে 'ধান চাষের সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব জীবাণু সার উদ্ভাবন ও উৎপাদন' প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিকাল অঞ্চলের পাঁচটি জেলা (গাজীপুর, হবিগঞ্জ, ফেনী, বরিশাল ও রাজশাহী) থেকে ধান গাছের শিকড় ও তদসংলগ্ন মাটির নমুনা সংগ্রহ করে সংগৃহীত নমুনাসমূহকে বিভিন্ন উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াজাতকৃত শিকড়ের নমুনা হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণ, বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি উক্ত ব্যাকটেরিয়াসমূহের বায়োকেমিক্যাল সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সংগৃহীত ব্যাকটেরিয়াসমূহের নাইট্রোজেন সংবন্ধন ক্ষমতা নিরূপণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে;
- (১৩) 'হেভী মেটাল স্ট্র মাটি ও পানির দূষণ প্রশমন' প্রকল্পের আওতায় ঢাকার হাজারীবাগ ট্যানারী শিল্প এলাকা ও চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকা থেকে বিভিন্ন ট্যানারী বর্জ্য নমুনা সংগ্রহ করত: উক্ত নমুনাসমূহ থেকে বিভিন্ন মাত্রার ফ্রোমিয়াম সহনশীল অণুজীব পৃথকীকরণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পাশাপাশি কাংক্ষিত অণুজীবসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের কাজও চলমান রয়েছে;
- (১৪) মৎস্য চাষীদের দ্বারা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক বিদেশী প্রজাতির মাছ চাষ, উন্মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় মাছ চাষের অনীহা, কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারসহ নানা কারণে আমাদের দেশীয় প্রজাতির মাছগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর অবজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) কর্তৃক প্রকাশিত Red book of threatened Fishes of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে মোট ৫৪ প্রজাতির দেশীয় মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে ১২

প্রজাতি মাছের অস্তিত্ব মহাবিপন্নের তালিকায়; ২৮ প্রজাতি বিপন্ন তালিকায় আর ১৪ প্রজাতির অবস্থা সংকটাপন্ন। এসব বিলুপ্তপ্রায় মাছকে পুনরায় চাষের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ফিশারিজ বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরিতে বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাঙ্গান মাছের বংশগতি উপাদান (শুক্ৰাণু) ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে রাণী/বউ মাছের শুক্রাণু ক্রায়োপ্রিজারভেশন পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে;

- (১৫) ইলিশের প্রজাতি সংখ্যা নির্ণয়ের লক্ষ্যে ফিশারিজ বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরিতে ইলিশের ৫টি উৎস (কক্সবাজার, চাঁদপুর, নোয়াখালী, বাগেরহাট, পটুয়াখালী) থেকে মোট ২০০টি নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ পৃথক করে মাইটোকন্ড্রিয়াল প্রাইমার দ্বারা পিসিআর সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৮০টি নমুনার পজিটিভ ব্যান্ড পাওয়া গিয়াছে। সংগৃহীত ২০টি নমুনার ডিএনএ সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। মাইক্রোস্যাটেলাইট মার্কার ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ইলিশের স্বাদ, আকৃতি ও প্রজননগত ভিন্নতার বিষয় নির্ণয়ের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে।

#### পরমাণু শক্তি কমিশন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ:

- (১) ২১ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (বাপশক)-কে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Siting Licence প্রদান করা হয়। Siting Licence প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, চেয়ারম্যান এনবিআর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ROSTECHNADZOR ও Rosatom-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, উভয় দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালকসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সাংবাদিকসহ প্রায় ২০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন;
- (২) ৮ জুন ২০১৬ তারিখে রূপপুর NPP Siting Licence সংক্রান্ত EIA Report মূল্যায়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক কর্ম পরিধি নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের (DoE) কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়;
- (৩) ২৮ মে-৫ জুন ২০১৬ তারিখে ‘Bilateral Consultations on the Rooppur NPP Site Licenace Issues’ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য ও তিনজন কর্মকর্তার রাশিয়া গমন এবং ROSTECHNADZOR, Russia-এর সাথে দ্বি-পাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করেন;
- (৪) ২৯ মে-২ জুন ২০১৬ তারিখে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ‘BAERA Workshop 2: Fundamentals of PSA (Probabilistic Safety Assessment), Evaluation of Engineering Aspects, Regulatory Review’ শীর্ষক শিরোনামে একটি National Workshop-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত Workshop-এ IAEA-এর ৪ জন Expert Resource Person হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। Workshop-এ কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী/প্রকৌশলী, BAEC, Nuclear Power Energy Division (NPED), DoE, BUET সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন;
- (৫) ২২-২৬ মে ২০১৬ তারিখে ‘BAERA Workshop 1: Fundamentals of Safety Assessment and DSA (Deterministic Safety Analysis)’ শীর্ষক শিরোনামে একটি National Workshop আয়োজন করা হয়। উক্ত Workshop-এ Resource Person হিসেবে IAEA-এর ৫ জন Expert উপস্থিত ছিলেন। উক্ত Workshop-এ কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের বিজ্ঞানী/প্রকৌশলী, BAEC, NPED, DoE, BUET সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন;



- (৬) ১০-১১ মে ২০১৬ তারিখে International Atomic Energy Agency (IAEA), Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission-এর প্রতিনিধি দলের সাথে কর্তৃপক্ষের Integrated Nuclear Infrastructure Review সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- (৭) ৪-৭ মে ২০১৬ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Siting License সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে রাশিয়ান ফেডারেশনের ROSTECHNADZAR-এর TSO (FSUE VO “Safety”)-এর পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- (৮) ৮-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, Integrated work plan (IWP) update করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA)-এর প্রতিনিধি দলের সাথে বার্ষিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়;
- (৯) ২৪-২৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে IAEA ও কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ‘National Workshop on Leadership, Management for Safety for Managers of Regulatory Body’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়;
- (১০) ১৯-২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ROSTECHNADZOR, Russia-এর সাথে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Siting License সংক্রান্ত দলিলাদি Regulatory Requirement অনুসারে প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্তৃপক্ষের ৫ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন;
- (১১) ৩-১৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের Atomsotroyexport-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত General Contract (GC)-এর আলোচনায় কর্তৃপক্ষের ৪ জন বিজ্ঞানী/প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন;
- (১২) ১৬ নভেম্বর ২০১৫-২০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে Siting License সংক্রান্ত প্রাথমিক Document সমূহ কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞানীবৃন্দ কর্তৃক যাচাই বাছাই করণ এবং Site Documents Review কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়;
- (১৩) ১২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক (১ জুলাই ২০১৫-৩০ জুন ২০১৬) স্বাক্ষরিত হয়;
- (১৪) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Siting Licence সংক্রান্ত ডকুমেন্টসমূহ (EIA, FE, Site Engineering, Survey, PSAR) কর্তৃপক্ষের NSSD-এর বিজ্ঞানী এবং FSUE VO “Safety”, Russia-এর Experts সমন্বয়ে Review কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়;
- (১৫) Regulation on Site Evaluation for the safety of NPP-2015 প্রণয়ন এবং IAEA Expert দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়;
- (১৬) Center for Research Reactor (CRR) বাপশক কর্তৃক প্রেরিত ২০১৪ সালের RCO বার্ষিক প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হয়;
- (১৭) স ভারত BAEC TRIGA MK-II Research Reactor (CRR)-এর ১০ (দশ) জন বিজ্ঞানী/প্রকৌশলীকে RO/SRO লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন করা হয়।

### জনসচেতনতা বৃদ্ধি:

- (১) বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান;
- (২) বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ে পোস্টার, লিফলেট ও ব্রশিউর বিতরণ;
- (৩) বিকিরণ নিরাপত্তা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইন্টারনেটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশ;
- (৪) দেশের সকল বিকিরণ উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে বিকিরণ সুরক্ষা বিশ্লেষণ করে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে বিকিরণ উৎসের আমদানি রপ্তানি পারমিট প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আয় করে সরকারের গৃহীত দারিদ্র বিমোচন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিয়মিত অবদান রাখা হয়।

### লাইসেন্স, পারমিট ও এনওসি প্রদান

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ২৭৪টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নতুন লাইসেন্স, ১২২৯টি নবায়নকৃত লাইসেন্স, ২৯২টি আমদানি/রপ্তানী পারমিট, ২৩৬টি আরসিও (RCO) নতুন সনদ, ৩৩৫টি আরসিও (RCO) নবায়ন সনদ প্রদান করা হয় এবং ৩৭০টি এক্স-রে স্থাপনা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পরিদর্শন করা হয়।

### আয়নায়নকারী বিকিরণ উৎপন্ন করেনা এইরূপ যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য এনওসি (No Objection Certificate) প্রদান

১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে এনওসি প্রদান করা হয়।

### আয় সংক্রান্ত তথ্য

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩১০ টাকামাত্র সেবাদান খাত হতে অর্জিত হয়।

৯.৩ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই, উদাহরণ: পদ সৃষ্টি, শূন্য পদ পূরণ ইত্যাদি)

### (১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত:

- ১০.১ ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি অন্তোষণকভাবে সাধিত হয়েছে কি?  
মন্ত্রণালয়ের আবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষণক ভাবে সাধিত হয়েছে।
- ১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ: প্রযোজ্য নয়
- ১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ: প্রযোজ্য নয়
- (১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।
- ১১.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি: প্রযোজ্য নয়।
- ১১.২ কোন বিশেষ সামগ্রী/ সার্ভিসের উৎপাদন বা সরবরাহ মূল্যের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বড় রকমের সমস্যা বা সঙ্কট হয়েছিল কি ?  
নিকট ভবিষ্যতে মারাত্মক কো সমস্যার আশঙ্কা থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।
- ১১.৩ বিদ্যুৎ সরবরাহ (মেগাওয়াট) : প্রযোজ্য নয়।
- ১১.৪ বিদ্যুৎ-এর গড় সিস্টেম লস (শতকরা হারে) : প্রযোজ্য নয়।
- ১১.৫ জ্বালানি তেলের সরবরাহ (মেট্রিক টন) : প্রযোজ্য নয়।
- ১১.৬ ঢাকা-চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকায় পানি সরবরাহ (লক্ষ গ্যালন) : প্রযোজ্য নয়।

(১২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য)	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.১ অপরাধ সংক্রান্ত	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.২ প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সংঘটিত অপরাধের তুলনামূলক চিত্র	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.৩ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.৪ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে কারাগারে বন্দির সংখ্যা	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.৫ স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশী নাগরিক (যাত্রী)-এর সংখ্যা	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.৬ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.৭ সীমান্ত সংঘর্ষের সংখ্যা	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.৮ সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যার সংখ্যা	:	প্রযোজ্য নয়।
(১৩) ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য (আইন ও বিচার বিভাগের জন্য)	:	প্রযোজ্য নয়।
(১৪) অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ (শুধুমাত্র অর্থ বিভাগের জন্য)	:	প্রযোজ্য নয়।

১৪.১ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) সংক্রান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

**(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত :**

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ও নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বৎসরের বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও ব্যয়ের শতকার হার	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
মোট প্রকল্পের সংখ্যা- ১৭টি	৭৯৯.৬৪ কোটি টাকা	৭৮৩.০৬৯ কোটি টাকা (৯৭.৯৩%)	১১টি

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনে হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
২টি	(১) স্বল্প মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত); (২) বায়োমেডিক্যাল এবং টেক্সকোলজিক্যাল গবেষণার জন্য এ্যানিমেল ল্যাবরেটরি আধুনিকীকরণ; (৩) বিসিএসআইআর-এর ফাইবার ও পলিমার গবেষণাগার উন্নয়ন; (৪) মর্ডানাইজেশন অব পাইলট প্লান্ট ইউনিট টু কমার্শিয়ালাইজ দি মোস্ট ভায়াবল আর এন্ড ডি প্রোডাক্ট অব বিসিএসআইআর এবং (৫) সাপোর্ট টু বিসিএসআইআর ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি আইসিএসএল ফর ক্যামিকেল মেট্রোলজি আন্ডার বিইএসটি প্রোগ্রাম	-	-

- ১৫.৩ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০১৫-২০১৬) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।
- ১৫.৪ মাথা পিছু আয় (মার্কিন ডলারে) (২০১৫-১৬) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।
- ১৫.৫ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।
- ১৫.৬ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।
- (১৬) ঋণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্য (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।
- (১৭) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০১৫-১৬ বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে (২০১৫-১৬) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি): প্রযোজ্য নয়।
- (১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য: প্রযোজ্য নয়।
- (১৯) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য: প্রযোজ্য নয়।
- (২০) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।
- (২১) জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।
- (২২) হজ্জ সংক্রান্ত (ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।
- (২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ পূরণ করবে): প্রযোজ্য নয়।
- (২৪) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/ লোকসান : প্রযোজ্য নয়

স্বাক্ষরিত  
 ১৭-০৭-২০১৬  
 সচিব  
 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

